আবদুর রউফ চৌধুরী
(১৯২৯ - ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ)

একজন মনীষী, যিনি তাঁর মনন, মেধা এবং সামাজিক জীবনে সকল আবিলতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর মাধুর্য এবং তাঁর গরিমাকে আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করছি। আবদুর রউফ চৌধুরী সম্বন্ধে যে পরিচয় জানি তাতে লক্ষ্য করি যে, এই মানুষটি জীবনের প্রথম দিক থেকেই যেন তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছিলেন। লক্ষ্যটা ছিল মানবপ্রেম ও মানব-মঙ্গল-কামনায় নিজেকে নিয়োজিত করা। এরজন্য নিরন্তর সংগ্রাম ও সাধনাই হবে তাঁর জীবনের অন্বেষণ। তাঁর এগারোখানা বই ও তাঁর কর্মজীবন সম্বন্ধে যা জেনেছি এবং তাঁর মনন ও তাঁর চিন্তাধারার যে পরিচয় পেয়েছি তাতে নির্দ্বিধায় বলতে পারি তিনি একজন মহৎ চিন্তাজীবী মানুষ, একজন আধুনিক মানুষ। তাঁর মধ্যে রেঁনেসাসের যে চেতনা আমরা প্রত্যক্ষ করি- এতে রয়েছে জীবনকে বহুভাবে, বিচিত্রভাবে, বহুমাত্রিকভাবে দেখবার প্রয়াস; আর জীবনের সমস্ত সৃষ্টির লক্ষ্যে অংশগ্রহণের প্রয়াস- সমাজ ও জাতির কল্যাণের জন্য, সামাজিক অগ্রগতির জন্যে অঙ্গীকারসহ অংশগ্রহণ- এগুলোর জন্যেই আজীবন আবদুর রউফ চৌধুরী লড়ে গেছেন।

শুধুমাত্র তাই নয়, তাঁর জীবনটা একজন দ্রোহী শিল্পীর মত। আজীবন লড়াই করেছেন অসুন্দরের বিরুদ্ধে, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে এবং সামাজিক আর অনড়তা ও অনাচারের বিরুদ্ধে। শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনে দেখতে পাই প্রতিমুহূর্তেই তিনি নিজেকে সহজ করে তুলেছেন। প্রতি মুহূর্তে আমাদের চারপাশে যতরকম অন্ধকার আছে তাকে দুহাত দিয়ে সরিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। রেঁনাসাসের এই চেতনা থেকেই একদিকে তিনি যেমন সামাজিক অগ্রগতির সন্ধানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে যারা ধর্মের নামে ব্যবসা চালায় তাদের বিরুদ্ধেও ক্ষুরধার লেখনী চালিয়েছিলেন। ধর্মের যে কম্প্রোমাইজিং, ধর্মের যে গভীরতা, ধর্মের যে মানবিকতা, তাকে উন্মোচন করার লক্ষ্যে তাঁর বেশকিছু লেখালেখি আছে, সেদিক থেকে বলা যায় তিনি যেমন জাতীয়তাবাদী, তিনি যেমন সমাজপ্রগতিতে বিশ্বাসী, তিনি যেমন প্রগতিশীল ব্যক্তি ঠিক তেমনিভাবে তিনি একজন মহান ধার্মিকও।

এই সবকিছু মিলিয়েই আবদুর রউফ চৌধুরী একজন মহৎ মানুষ, বড়মাপের মানুষ। তাঁর এই চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী হিসেবে অংশগ্রহণ। সেই অংশগ্রহণ ছিল নিখাদ। তাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না, সংশয় ছিল না, কারণ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পরিষ্কার। আবদুর রউফ চৌধুরী জানতেন আমরা বাঙালি। আমরা সংগঠিত হয়ে নিয়োজিত হয়েছি জাতীয় সংগ্রামে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্য-দিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি। দীর্ঘদিন থেকে তিনি এটি দেখতে পেয়েছিলেন, আর দেখতে পেয়েছিলেন বলেই মুক্তিসংগ্রামে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত দৃঢ়।

একটি মহৎ মৃত্যু তাঁর। আবদুর রউফ চৌধুরী তাঁর নিজের জন্মভূমিতে, নিজের নিসর্গে, নিজের মানুষের মধ্যে, নিজের মাটিতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সে-মৃত্যু মহৎ মাটিতে, যে-মাটির সঙ্গে আমাদের জাতীয় জাগরণের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শুধুমাত্র তাই নয়, শিল্পী কামরুল হাসান সাহেব যেমন মৃত্যুবরণ করেছিলেন কবিতা পরিষদের এক উৎসবে, যুক্তিসবে, যুক্তিবাদী দ্রোহী চেতনা নিয়ে কথাসাহিত্যিক আবদুর রউফ চৌধুরী সাহেবও ঠিক তেমনিভাবে লড়াই করতে করতে, জীবনের কথা বলতে বলতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এক একুশের উৎসবে।

শামসুজ্জামান খান
সাহিত্যিক ও গবেষক।